খুলনায় সমন্বিত ইপিআই, এইচপিভি, ওপেন এসআরপি এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচি পর্যালোচনা কর্মশালা

আনন্দ কুমার স্বর, খুলনা

খুলনা বিভাগের সমন্বিত ইপিআই, এইচপিভি, ওপেন এসআরপি এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচি পর্যালোচনা (Workshop on Integrated EPI, HPV, Open SRP and Health Program Review in Khulna Division) শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা রবিবার খুলনা হোটেল সিটি ইনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস। প্রধান অতিথি বলেন, জরায়ুমুখ ক্যান্সার রোধে কিশোরীদের এইচপিভি টিকা দেওয়া হচ্ছে। জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে নিয়মিত ইপিআই কার্যক্রমের আওতায় এইচপিভি টিকার শতভাগ কাভারেজ নিশ্চিত করতে হবে।সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সারাদেশে ১০ বছর বয়সী সকল কিশোরীকে এইচপিভি টিকার আওতায় আনতে হবে। দেশের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বড় মাইলফলক এইচপিভি টিকা। এই টিকা দিলে কিশোরীরা জরায়ুমুখ ক্যান্সার থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এইচপিভি টিকার বিষয়ে মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সকল মসজিদের ইমামরা এবিষয়ে মুসল্লিদের অবগত করতে পারেন। স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যদি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে তাহলে একটি সুস্থ জাতি উপহার দেওয়া সম্ভব। খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিচালক ডা. শেখ মো: মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) সিফাত মেহনাজ ও ইউনিসেফের হেলথ ম্যানেজার ডা. রিয়াদ মাহমুদ। কর্মশালায় অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন খুলনা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের পরিচালক মো: মোজাম্মেল হক, এমআইএস'র পরিচালক ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইউনিসেফ খুলনা চিফ মো: কাওসার হোসেন, ইপিআই'র সহকারী পরিচালক ডা. সাব্বির হায়দার ও খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক ডা. অপর্ণা বিশ্বাস। কর্মশালায় বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, ১০ জেলার সিভিল সার্জন, চিকিৎসক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ইপিআই সুপার, ১০ জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এনজিও প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

নরসিংদীতে নিখোঁজের ১দিন পর স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

মো. জাকির হোসেন ভূইয়া, নরসিংদী

আড়িয়াল খাঁ নদে গোসল করতে নেমে নিখোঁজের ১ দিন পর সৌরভ (১৪) নামের এক স্কুলছাত্রের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে স্বজন ও স্থানীয়রা। গতকাল রবিবার বিকাল ৪টার দিকে রায়পুরার উত্তর বাখরনগর এলাকা হতে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত সৌরভ পাশ্ববর্তী বেলাব উপজেলার চর উজিলাব ইউনিয়নের বারৈচা গ্রামের কায়েস মিয়ার ছেলে ও স্থানীয় এএনএম উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্র। গত শনিবার দুপুর ১২টার দিকে উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের জংলী শিবপুর বাজার সেতু এলাকায় আড়িয়াল খাঁ নদে গোসলে নেমে স্রোতের টানে ভেসে যায় সৌরভ।

চর উজিলাব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ শফিকুল ইসলাম জানান, পরিবারের আবেদনে প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে মরদেহের দাফন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চলছে।

রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: মুজিবুর রহমান জানান, পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রশাসনের অনুমতির পর বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শ্রীমঙ্গলে টাস্কফোর্সের অভিযান

৩ কোটি টাকার ভারতীয় শাড়ি ও কসমেটিক্স জব্দ

পিন্টু দেবনাথ, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনে যৌথ টাস্কফোর্সের বিশেষ অভিযানে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভারতীয় শাড়ি ও বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক্স জব্দ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার দুপুরে শ্রীমঙ্গল বিজিবি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করে। এর আগে গত শনিবার (২২ আগস্ট) বিকেলে শ্রীমঙ্গল ব্যাটালিয়ন ৪৬ বিজিবি, হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবি, র‍্যাব ও জেলা প্রশাসনের যৌথ দল এই সফল অভিযান পরিচালনা করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ টাস্কফোর্স শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশন এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চোরাই ভারতীয় শাড়ি ও প্রসাধনী সামগ্রী জব্দ করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ৪৬ বিজিবির উপ-অধিনায়ক মেজর মাহবুবুল হক। এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও অভিযান তদারকি করেন শ্রীমঙ্গলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুল ইসলাম।

বিজিবি আরও জানায়, জব্দকৃত ভারতীয় পণ্যের আনুমানিক সিজার মূল্য ৩ কোটি টাকা। দেশের অর্থনীতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুরক্ষায় এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে চোরাচালান প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

হোমনা বিএনপির ১৬০ সদস্যের কমিটি

সভাপতি মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক

মোরশিদ আলম, হোমনা (কুমিল্লা)

কুমিল্লার হোমনা উপজেলা বিএনপির ১৬০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী কমিটি প্রকাশ করা হয়েছে। কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির প্যাডে প্রকাশিত তালিকায় সভাপতি, সিনিয়র সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন সম্পাদকীয় পদে দায়িত্ব বণ্টনের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীকে নির্বাহী সদস্য করা হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, হোমনা উপজেলা বিএনপির সভাপতি করা হয়েছে মো. মোহাম্মদ মহিউদ্দিনকে। সিনিয়র সহসভাপতি করা হয়েছে মো. জাকির হাসানকে। সহসভাপতি পদে একাধিক নেতাকে রাখা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে মো. মোজাম্মেল হক (ভিপি মুকুল)-কে।

কমিটিতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সাংগঠনিক সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, কৃষিবিষয়ক সম্পাদক, যুববিষয়ক সম্পাদক, আইনবিষয়ক সম্পাদক, প্রবাসী কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক, ত্রাণ ও পুনর্বাসনবিষয়ক সম্পাদক, মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ রাখা হয়েছে।

এছাড়া সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, সহ-মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, সহ-কৃষিবিষয়ক সম্পাদক, সহ-যুববিষয়ক সম্পাদকসহ বিভিন্ন সহায়ক পদে নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও এলাকার নেতাকর্মীদের নির্বাহী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায়, হোমনা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামের নেতাকর্মীদের কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হোমনা সদরসহ ঘারমোড়া, মাথাভাঙ্গা, চান্দেরচর, আসাদপুর, দুলালপুর, ভাষানিয়া, নিলখী, জয়পুর ও ঘাগুটিয়াসহ বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। দলীয় সাংগঠনিক কাঠামোকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিএনপির কার্যক্রমকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যেই বড় পরিসরের এ কমিটি করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করায় তৃণমূলের সাংগঠনিক সমন্বয় ও দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে নতুন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে বড় পরিসরের এ কমিটির কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করবে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সক্রিয়তা, পারস্পরিক সমন্বয় এবং ইউনিয়ন-ওয়ার্ড পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারের ওপর।

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা গ্রেপ্তার

নরসিংদীর প্রতিনিধি

নরসিংদীর বেলাবোতে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি এহসান উল্লাহ পিয়ালকে (৩২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রোববার (২৩ আগস্ট) সকালে বেলাবো বাজারের সোনালী ব্যাংক সংলগ্ন এলাকা থেকে তাকে গেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত এহসান উল্লাহ পিয়াল নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার সল্লাবাদ ইউনিয়নের নিলক্ষীয়া নামাপাড়া গ্রামের মৃত জহিরুল হক (ওরফে উল্লাহ) ও মোসা. খাদিজা বেগমের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বেলাবো থানায় দায়ের করা ১৬ নম্বর মামলায় পিয়ালকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। মামলাটি ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের (সংশোধনী ২০১৩) ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ ধারায় রুজু করা হয়।

বেলাবো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমানউল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নির্দিষ্ট মামলায় পিয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে নির্ধারিত সময়ে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

কাপাসিয়ায় অটোরিকশাচালক হত্যার রহস্য উদঘটন করলো পিবিআই

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে চালক আতাউর রহমান আতা মিয়াকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা এবং সন্তানের মৃত্যুর শোকে বৃদ্ধা মায়ের মৃত্যুর মর্মান্তিক জোড়া মৃত্যুর চাঞ্চল্যকর রহস্য মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ঘাটন করেছে গাজীপুর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এ ঘটনায় জড়িত দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি নরসিংদী থেকে ছিনতাইকৃত অটোরিকশা, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র এবং নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। চোরাই মালামাল জেনেও অটোরিকশাটি কিনে নেওয়ার অপরাধে আরও এক দোকানদারকে গ্রেপ্তার করেছে পিবিআই।রোববার পিবিআই গাজীপুর জেলা কার্যালয় থেকে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানানো হয়। পিবিআই গাজীপুর জেলার পুলিশ সুপার মোঃ রকিবুল আকতারের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এই ছায়াতদন্ত ও অভিযান পরিচালিত হয়।

মামলার বিবরণ ও পিবিআই সূত্রে জানা যায়, গত ২০ আগস্ট বিকেলে কাপাসিয়ার সনমানিয়া মির্জানগর এলাকার কৃষক ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক আতাউর রহমান (৬০) জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজের ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। ওই দিন রাত ৮টার দিকে সনমানিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণগাঁও মির্জানগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে একটি নির্জন কলাবাগানের সামনে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে অটোরিকশা ও তার একটি বাটন মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে একমাত্র সন্তানের এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের খবর শোনার পর শোকে ও মানসিক আঘাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন নিহতের ৭৫ বছর বয়সি বৃদ্ধা মা জহুরা খাতুন। একই দিনে মা ও ছেলের মৃত্যুর এই হৃদয়বিদারক ঘটনা পুরো গাজীপুর জেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কাপাসিয়া থানায় একটি দস্যুতাসহ হত্যা মামলা দায়ের করা হয় এবং পরে চাঞ্চল্যকর মামলাটির ছায়াতদন্ত ও তদন্তভার গ্রহণ করে পিবিআই গাজীপুর। আধুনিক আইসিটি, ডিজিটাল ফরেনসিক এবং গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২১ আগস্ট রাতে কাপাসিয়ার চালার বাজার ও নরোত্তমপুর এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত দুই মূল আসামিকে গ্রেপ্তার করে পিবিআই। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেনড়রাজীব খান (২৯), পিতা-রাজ্জাক খান, সাং-ঘাগটিয়া চালার বাজার এবং নকিবুল হাসান রাকিব (২৪), পিতা-নাসির উদ্দীন, সাং-মির্জানগর, উভয় থানা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

পরবর্তীতে আসামিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানাধীন হাতিরদিয়া বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত 'আল-মদিনা এন্টারপ্রাইজ' নামক একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে ছিনতাইকৃত অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়। চোরাই মালামাল জেনেও সেটি ক্রয় ও হেফাজতে রাখার অভিযোগে ওই দোকানের মালিক মো. কিবরিয়া (৪২)-কে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া আসামিদের কাছ থেকে অটোরিকশা বিক্রির নগদ ২২ হাজার টাকা এবং হত্যাকাণ্ডে সরাসরি ব্যবহৃত লোহার রড, হাতুড়ি ও রশি উদ্ধারপূর্বক জব্দ করা হয়। আদালতে সোপর্দ করা হলে গ্রেপ্তারকৃত আসামি রাজীব খান ও নকিবুল হাসান স্বেচ্ছায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। জবানবন্দিতে তারা জানান, ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে তারা অটোরিকশা ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। চালক আতাউর রহমান আসামি নকিবুলের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হওয়ায় তাকে খুব সহজেই ফাঁদে ফেলা সম্ভব হবে ভেবে তারা তাকে টার্গেট করেন। ঘটনার দিন বিকেলে ফোন করে আতাউর রহমানকে নির্জন এলাকায় ডেকে নিয়ে দড়ি দিয়ে গলা চেপে ধরে এবং রড ও হাতুড়ি দিয়ে মাথায় উপর্যুপরি মারাত্মক আঘাত করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন। হত্যাকাণ্ড শেষে তারা অটোরিকশাটি নরসিংদীর হাতিরদিয়ায় নিয়ে ধোয়ামোছা করেন এবং কিবরিয়ার নিকট মাত্র ৪২ হাজার টাকায় তা বিক্রি করে সেই টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। এ বিষয়ে পিবিআইয়ের গাজীপুর পুলিশ সুপার মো. রকিবুল আকতার বলেন, একজন নিরীহ অটোরিকশাচালক এবং তার শোকে মায়ের মৃত্যুর এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। অপরাধীরা ভেবেছিল নির্জন স্থানে ক্লুলেস অপরাধ ঘটিয়ে সহজেই পার পেয়ে যাবে; কিন্তু পিবিআইর পেশাদারিত্ব ও আধুনিক প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চাঞ্চল্যকর এই জোড়া মৃত্যুর নেপথ্যে থাকা মূল আসামিদের গ্রেপ্তার ও আলামত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অন্য কারও সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না, তাও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হবে ।

টাঙ্গাইলে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলে স্ত্রী সেলিনা খাতুনকে শ্বাসরোধে হত্যার মামলায় স্বামী আব্দুল গফুরকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

রোববার (২৩ আগস্ট) দুপুরে টাঙ্গাইলের সিনিয়র দায়রা জজ মো. হাফিজুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল গফুর (৪২) ঘাটাইল উপজেলার মালেঙ্গা (জোয়াহের আলীর চালা) গ্রামের মৃত কানছু সেখের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

বেগমগঞ্জে অনিয়ম ও ভুয়া ভোটার নিবন্ধনের অভিযোগে দুদকে স্মারকলিপি

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন অফিসে ঘুষ, দুর্নীতি ও ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে ভোটার নিবন্ধনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দালালদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

গতকাল রোববার দুপুরে দুদক নোয়াখালী কার্যালয়ের উপপরিচালক বরাবর এ অভিযোগ দায়ের করেন মোস্তাফিজুর রহমান নিশান, শাহাদাত হোসেন ও মনির উদ্দিন নামের তিন ব্যক্তি।

অভিযোগে বলা হয়, উপজেলা নির্বাচন অফিসের ডাটা-এন্ট্রি অপারেটর নাজমুল ও তামান্নাসহ একটি সংঘবদ্ধ চক্র বহিরাগত নাগরিকদের ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার করে বেগমগঞ্জের ঠিকানায় ভোটার করছে। প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে অনিয়মের মাধ্যমে ভোটার করা হয়েছে এবং প্রতিজনের কাছ থেকে গড়ে ৩০ হাজার টাকা বা তারও বেশি ঘুষ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভোটার নিবন্ধনের নামে এক সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা নেওয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়। ডাটা-এন্ট্রি অপারেটরসহ সংশ্লিষ্টদের নামে-বেনামে অর্জিত বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের অনুসন্ধানে দুদকের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বুলবুল আহমেদের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের আবেদনকারী সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি করার অভিযোগ করেন তারা। নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার দাবি জানান অভিযোগকারীরা। অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে দুদক নোয়াখালী কার্যালয় জানায়, তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নোয়াখালীর সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম জানান, বেগমগঞ্জ নির্বাচন অফিসের অনিয়ম নিয়ে পূর্বে একটি তদন্ত হয়েছে এবং বর্তমানে আরেকটি তদন্ত চলমান। প্রতিবেদন হাতে পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শরণখোলা রেঞ্জের পৃথক স্থান থেকে ৫ জেলে অপহরণ

বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাটে পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের পৃথক স্থান থেকে একটি ট্রলারসহ পাঁচ জেলেকে অপহরণ করে নিয়েছে বনদস্যুরা। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট বৈরী আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে সুন্দরবনের শ্যালার চর ও নারকেলবাড়িয়া এলাকায় আশ্রয় নেওয়া জেলেবহরে হানা দিয়ে একটি ফিশিং ট্রলারসহ জেলেদের অপহরণ করে নিয়ে যায় বনদস্যু বড় জাহাঙ্গীর বাহিনী।

শনিবার (২২ আগস্ট) দিবাগত রাত ১০টার দিকে এই অপহরণের ঘটনা ঘটে। অপহৃত জেলেরা হলেন-বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলা দক্ষিণ রাজাপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর হাওলাদার (৩৮), শিহাব হাওলাদার (৩৫), সাব্বির হাওলাদার (৩০), রিপন হাওলাদার (২৮) এবং উত্তর রাজাপুর গ্রামের জাকির হাওলাদার (৪০)। অপহরণের পর জেলেরা কোথায় এবং কী অবস্থায় রয়েছেন তা নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি বন বিভাগ ও মহাজনরা।

সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের শ্যালার চর টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে সাগর থেকে উঠে বেশ কয়েকটি ট্রলার নিয়ে জেলেরা শ্যালার চরের কালামিয়া ও নারকেলবাড়িয়া এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে বনদস্যু বড় জাহাঙ্গীর বাহিনীর শসস্ত্র দস্যুরা এসে হানা দেয় জেলেবহরে। এসময় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মৎস্য ব্যবসায়ী বাবুল মাঝির একটি ট্রলারসহ তিন জেলেকে এবং অপর দুটি ট্রলার থেকে আরও দুই জেলেসহ মোট পাঁচ জনকে তুলে নিয়ে যায়।

বেনাপোলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে মাছের মড়ক, ১৫ কোটি টাকা ক্ষতি

যশোর প্রতিনিধি

যশোরের শার্শা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রায়পুর সোনামুখো বিলের সজনের ঘেরে ভয়াবহ মাছের মড়ক দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় ঘেরের অক্সিজেন এরেটর বন্ধ হয়ে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হয়। এতে পাবদাসহ বিভিন্ন প্রজাতির বিপুল পরিমাণ মাছ মারা গেছে বলে দাবি করেছেন ঘের মালিকরা। শনিবার (২২ আগস্ট) রাত ১টার দিকে এফএফ মৎস্য খামারে এ ঘটনা ঘটে। খামার মালিক আলফাজুল হক ও ফারুক হোসেনের দাবি, আকস্মিক এ ঘটনায় তাদের প্রায় ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। খামার মালিকরা জানান, ঘেরে বিপুল পরিমাণ পাবদাসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছিল। এর বড় একটি অংশ বিক্রির উপযোগী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রাত থেকে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় অক্সিজেন সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত এরেটরগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এর সঙ্গে বৈরী আবহাওয়ার কারণে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা আরও কমে গেলে মাছ মরতে শুরু করে।

ঘের ব্যবসায়ী আলফাজুল রহমান বলেন, আমরা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছি। হয়তো আর ঘুরে দাঁড়াতে পারব না। এই খামারের ওপর প্রায় একশ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

তিনি আরও জানান, মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন খাদ্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার মাছের খাবার বাকিতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংক ঋণও রয়েছে। মাছ মারা যাওয়ায় এসব ঋণ কীভাবে পরিশোধ করবেন, তা নিয়ে তারা চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, এ খামারে উৎপাদিত পাবদা মাছের একটি অংশ রপ্তানি চেইনের মাধ্যমে ভারতে যায়। ফলে এ ধরনের মাছ চাষ স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও ভূমিকা রাখছে। খামারটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় একশ পরিবার জড়িত। এদিকে খামার মালিকদের অভিযোগ, মাছ মারা যাওয়ার পর থেকে শার্শা উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ কিংবা থানা পুলিশের কোনো কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে এসে খোঁজখবর নেননি। তারা দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং সরকারি সহায়তার দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে বেনাপোল সাব-জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) মো. মনজুরুল ইসলাম বলেন, সারাদেশেই বিদ্যুৎ লোডশেডিং চলছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকায় কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় জাতীয় গ্রিডে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এ কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত বিরতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

ঘেরের কর্মচারী ও ম্যানেজাররা জানান, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় এরেটর চালু রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল পরিমাণ মাছ মারা যায়।

ঘের মালিকরা দ্রুত সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন, ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব নিরূপণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত মাছচাষিদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

'তৌহিদি জনতা' ছাড়াই বৈঠক সিলেটে হচ্ছে নৌকাবাইচ

সিলেট প্রতিনিধি

নানা জল্পনা-কল্পনা, বিরোধ ও দিনভর উত্তেজনার পর অবশেষে শর্তসাপেক্ষে সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার সুনাই নদীতে নৌকাবাইচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের সমাধান হলেও আগামী বছর থেকে ওই নদীতে আর নৌকাবাইচ আয়োজন করা হবে না এমন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এবার পূর্বনির্ধারিত সময়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। গতকাল এশার নামাজের পর বারইগ্রাম বাজারে এ বিষয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লাউতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দেলওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত বৈঠকে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের যুবক, মুরুব্বি, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন

তবে 'তৌহিদি জনতা' ব্যানারে নৌকাবাইচ বন্ধের দাবি জানানো ব্যক্তিরা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা গেছে। লাউতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দেলওয়ার হোসেন বলেন, পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নৌকাবাইচ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের সমাধান হয়েছে। তবে আগামী বছর থেকে সুনাই নদীতে নৌকাবাইচ আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লাউতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দেলওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মোল্লাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ মান্নান, লাউতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গৌছ উদ্দিন, ইউপি সদস্য আবদুল লতিফ, বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আতাউর রহমান, লাউতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জালাল উদ্দিন, জাসাস বিয়ানীবাজার উপজেলা শাখার আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান, সমাজসেবক আব্দুল ওয়াহাব, লাউতা ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি আব্দুল আহাদ, বিয়ানীবাজার উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও লাউতা ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি এনাম উদ্দিন দিলাল, আব্দুল মালিক ও খালেদ আহমদসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, যুবসমাজ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় অংশ নেওয়া বক্তারা বলেন, নৌকাবাইচ এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী আয়োজন। এ আয়োজনকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি বা মতপার্থক্যের কারণে এলাকার শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।